৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
(ইস্যু প্রশাসন শাখা)

ডিসিএম সার্কুলার নং-০১/২০২৩

তারিখ: ০৩ ফাল্গুন, ১৪২৯ / ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমাকৃত ত্রুটিপূর্ণ এবং অপ্রচলনযোগ্য নোট সরাসরি ধ্বংসকরণ প্রসঙ্গে।

০১। উপরোক্ত বিষয়ে ১১ জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখের ডিসিএম সার্কুলার নং-০২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বাজারে পরিচ্ছন্ন নোট প্রচলন নিশ্চিতকল্পে বিপুল সংখ্যক অপরীক্ষিত নোট নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২ হতে ৫০ টাকা মূল্যমানের ত্রুটিপূর্ণ ও অপ্রচলনযোগ্য নোট সরাসরি ধ্বংসকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে, ত্রুটিপূর্ণ ও অপ্রচলনযোগ্য নোট সরাসরি ধ্বংসকরণ কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

ক। চালানি ও আমানতি নোট হিসেবে জমাকৃত ত্রুটিপূর্ণ ও অপ্রচলনযোগ্য নোটের বান্ডিল দৈবচয়ন ভিত্তিতে যাচাইকালে বিনিময় অযোগ্য নোট পাওয়া গেলে সরাসরি ধ্বংসের জন্য নির্ধারিত সকল নোটের উপর সমানুপাতে বিনিময় অযোগ্য নোট এবং সংখ্যাগত ঘাটতি নোট নিম্নরূপে হিসাবায়ন ও সূত্রানুযায়ী আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করা হবে:

$$\frac{\text{(ধ্বংসকরণের জন্য নির্ধারিত নোটের সংখ্যা} \times \text{দৈবচয়ন ভিত্তিতে যাচাইকালে প্রাপ্ত বিনিময় অযোগ্য ও ঘাটতি নোটের সংখ্যা} \times \text{নোটের মূল্যমান)}}{\text{দৈবচয়ন ভিত্তিতে যাচাইকৃত নোটের সংখ্যা}}$$

উদাহরণ: নির্দিষ্ট দিনে সরাসরি ধ্বংসের জন্য ৫০ টাকা মূল্যমানের নির্ধারিত ত্রুটিপূর্ণ/অপ্রচলনযোগ্য নোটের পরিমাণ ১,০০,০০০ পিস। ৩০% দৈবচয়ন ভিত্তিতে যাচাইযোগ্য নোটের পরিমাণ ৩০,০০০ পিস। তন্মধ্যে কম পাওয়া গেল ৫ পিস এবং বিনিময় অযোগ্য নোট পাওয়া গেল ৫ পিস অর্থাৎ কম এবং বিনিময় অযোগ্য নোটের মোট পরিমাণ (৫+৫)=১০ পিস। উল্লিখিত সূত্রানুযায়ী আপনাদের ব্যাংকের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ হবে (১,০০,০০০*১০*৫০/৩০,০০০)= ১,৬৬৬.৬৭ টাকা।

খ। সরাসরি ধ্বংসকরণের জন্য নির্ধারিত ত্রুটিপূর্ণ ও অপ্রচলনযোগ্য নোটের মধ্য হতে ২ টাকা মূল্যমানের নোট ১%, ৫ টাকা মূল্যমানের নোট **৫%**, ১০ টাকা মূল্যমানের নোট **১০%**, ২০ টাকা মূল্যমানের নোট **২০%** এবং **৫০ টাকা মূল্যমানের নোট ৩০% হারে** দৈবচয়ন ভিত্তিতে পৃথক করে যথা নিয়মে যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে।

গ। দৈবচয়ন ভিত্তিতে পৃথককৃত নোটের মধ্যে পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের পরিমাণ শতকরা ১০ (দশ) ভাগ বা তার বেশি হলে জমাকৃত সমুদয় নোট পরীক্ষা ও যাচাই করে প্রাপ্ত পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের মোট মূল্যের উপর শতকরা ০১ (এক) ভাগ হারে জরিমানা আদায় করা হবে।

ঘ। সরাসরি নোট ধ্বংসকরণের ক্ষেত্রে ২১/০৫/২০১৯ তারিখের ডিসিএম সার্কুলার নং-০৩ অনুযায়ী যথাযথভাবে নোট সর্টিং না করার ফলে নেগেটিভ পয়েন্ট আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২ হতে ৫০ টাকা মূল্যমানের ত্রুটিপূর্ণ ও অপ্রচলনযোগ্য নোট সরাসরি ধ্বংসকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা।

০৩। এতদুদ্দেশ্যে ১১ জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখে ইস্যুকৃত ডিসিএম সার্কুলার নং-০২ রহিত করা হলো।

০৪। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ মোকসুদুজ্জামান)
পরিচালক(ডিসিএম)
ফোন: ৯৫৩০০৯০।